# বাজারে নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি
# সাধারণ মানুষ দিশেহারা, প্রশাসন নিষ্ক্রিয়

**স্যন্দন প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৭ আগস্ট।।** নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। ক্রেতাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে পরিস্থিতি। এই অবস্থায় যেন রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠেছে নিম্নআয়ী মধ্যবিত্তদের প্রতিটি পরিবারে। কর্মহীন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জীবন যন্ত্রনার যেন শেষ নেই। একদিকে কাজের সীমাহীন সঙ্কট। অন্যদিকে বাজারে জিনিসপত্রের দাম উর্ধমুখী। এই দুইয়ের যাতাকলে পড়ে পিষ্ট হচ্ছেন আম জনতা। অসাধু ব্যবসায়ীরা পরিস্থিতির সুযোগে মুনাফা লুটের ধান্দায় ব্যস্ত। কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করে প্রতিদিন সাধারণ মানুষের পকেট কাটছেন একাংশের অসাধু ব্যবসায়ী। বাজারে গিয়ে ব্যাগে জিনিস পুরতে গিয়ে ফতুর হওয়ার মতো অবস্থা ক্রেতা সাধারণের। আর এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও তথাকথিত মডেল রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের রাজত্বে সবকা সাথ সবকা বিকাশের শ্লোগান ধারী সরকার নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। রান্নাঘরে উনুন জ্বালাতে গিয়ে অসহায় সাধারণ মানুষের হিমশিম অবস্থা। কিন্তু সরকার নির্বিকার। যেন কিছুই করার নেই তাদের। প্রশাসন আর খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তর নিষ্ক্রিয়। সাধারণ মানুষ বলছেন, বাজারে গিয়ে দাম শুনে ভিমরি খেয়ে পড়ে যাওয়ার যোগার। খোয়াই জেলার ছোট বড় প্রতিটি বাজারে প্রতিদিন লাগামহীন ভাবে বেড়েই চলেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর দাম। পাইকারি বাজারের উর্ধমুখী দরদামের দোহাই দিয়ে একাংশের অসাধু ব্যবসায়ী প্রতিদিন নিজেদের মর্জিমাফিক দাম বাড়িয়ে চলেছেন। ব্যবসায়ীরা বলছেন, যে, উৎসে নাকি দাম বাড়ছে। তাই তাদের কিছুই করণীয় নেই। অথচ উদ্‌ভূত পরিস্থিতিতে অস্তিত্বহীন সরকারি প্রশাসন ও খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তর। আর এ কারণেই খোয়াই জেলা জুড়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন সঙ্কটাপন্ন সাধারণ মানুষ। খোয়াই জেলায় শাক সব্জির দাম যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, ঠিক একই সাথে তেমনি বেড়ে চলেছে মাছ, শুকনো মাছ সহ ডিমের দামও। খোয়াই জেলায় শাক সব্জির বাজারে ঢুকে দাম শুনেই খালি ব্যাগ হাতে ফিরে আসার উপক্রম। প্রতি কেজি আশি টাকা থেকে একশো টাকার নিচে কোন সব্জিই পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতি কেজি পটলের দাম আশি টাকা থেকে পঁচাশি টাকা হাঁকছে বিক্রেতারা। এক কেজি কারকোলের দাম নাকি একশো টাকা। বরবটির কেজিও একশো টাকার নিচে নেই। দুইশো টাকা করে কাঁচা মরিচের কেজি। দুইশো টাকা করে বিকোচ্ছে আদার কেজি। গাঁজরের দাম হাঁকছে একশো টাকা করে কেজি। খোয়াইয়ে পেঁয়াজের কেজি ষাট টাকা থেকে পঁয়ষট্টি টাকা। দুইদিন আগেও ছিল পঞ্চাশ টাকা। রসুনের দাম আড়াইশো টাকা। খোয়াইয়ে মাছের বাজারেও যেন আগুন। লোক্যাল ছোট মাছের দাম এক লাফে একশো আশি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুইশো কুড়ি টাকা। চালানি রুইয়ের দাম আড়াইশো টাকা। চালানি কাতল মাছের দাম নিচ্ছে চারশো টাকা। এক কেজির অধিক ওজনের মাছের দাম উঠেছে ছয়শো টাকা। ছোট জাটকা ইলিশের দাম এক লাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাতশো টাকা। দিনকয়েক আগেও যা ছিল পাঁচশো টাকার ঘরে। ইলিশের দাম এখন দুই হাজার টাকা করে প্রতি কেজি। শুকনো মাছের ক্ষেত্রে প্রতি আইটেমে বেড়েছে ত্রিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা করে। শুকনো মাছের যে আইটেম কয়েকদিন আগেও ছিল আশি টাকা থেকে নব্বই টাকা কেজি এখন খোয়াইয়ের বাজারে তার দাম উঠেছে একশো কুড়ি টাকা থেকে একশো টাকা। পুঁটি সিঁদল আশি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো টাকা। আর বাঁশপাতি সিঁদলের দাম হয়েছে চল্লিশ টাকা থেকে বেড়ে ষাট টাকা। পোলট্রি ডিমের হালি চল্লিশ টাকা করে। দুইশো কুড়ি টাকা করে ছিল যে এক পাতা ডিমের দাম এখন সেখানে গুনতে হচ্ছে দুইশো ষাট টাকা। হাঁসের ডিম এক হালির দাম একশো টাকা। কয়েকদিন আগেও যা ছিল আশি টাকা। মোরগের ডিমের হালি সত্তর টাকা করে। রেশনে চিনির দেখা নেই খোয়াইয়েও দুই মাস ধরে। খোলা বাজারে চিনি কিনতে হচ্ছে সত্তর টাকা কেজি করে। গুড়ের কেজিও একশো টাকা। ইঞ্জিন তেলের লিটার দুইশো টাকা করে। যে কোন ভোজ্য তেলের দাম উঠেছে দুইশো টাকা। মশুর ডাল বিকোচ্ছে একশো চল্লিশ টাকা করে। সুপারি বিক্রি হচ্ছে ছয়শো টাকা থেকে সাতশো টাকা কেজি দরে। প্রতি ব্র্যান্ডের প্যাকেট চালের দাম বেড়েছে ষাট টাকা থেকে সত্তর টাকা করে। আরহাম প্যাকেট চালের দাম প্রতি কেজিতে বেড়েছে বারো টাকা করে। এক বস্তা আরহাম চালের দাম ছিল বারোশো টাকা। এখন দাম উঠেছে ষোলোশো পঞ্চাশ টাকা। ইন্ডিয়া গেট আর লক্ষীভোগ ব্র্যান্ডের প্যাকেট চালের দাম গত কয়েকদিনে প্রতি কেজিতে বেড়েছে পাঁচ টাকা থেকে সাত টাকা করে।

## নাবালিকা অপহরণের সাত দিনেও উদ্ধারে ব্যর্থ পুলিশ

**স্যন্দন প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট ।।** নাবালিকা অপহরণের সাতদিন অতিবাহিত হলেও অন্ধকারে পুলিশ। চলতি মাসের ২০ তারিখ সিধাই থানার অন্তর্গত ডিএম কলোনিগ্রামের ১৪ বছরের নাবালিকাকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে একই গ্রামের বাসিন্দা আশিষ সরকারের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে সিধাই থানাতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে নাবালিকার পরিবার। নাবালিকা বাড়ি থেকে বের হয়েছিল স্কুলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। তারপরই বাড়ির লোকেরা শুরু করেন খোঁজাখুঁজি। এরই মধ্যে জানা যায় আশীষ সরকার নামে এক যুবক নাবালিকাকে অপহরণ করেছে। সেই যুবকের পরিবারের সাথে যোগাযোগের পর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে নাবালিকার পরিবার। এদিকে প্রতিদিন অভিযুক্ত যুবক তার পরিবারের লোকেদের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করছে। পাশাপাশি বাড়ির লোকেরা অভিযুক্তের ঠিকানা জানেন বলেও অভিযোগ নাবালিকার পরিবারের।

কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে এখন পর্যন্ত নাবালিকাকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সফলতা আসেনি বলে জানিয়েছে অপহৃতার পরিবার। প্রতিদিন পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা হলেও নাবালিকা উদ্ধারের ক্ষেত্রে পুলিশ এখনো ব্যর্থতা ছাড়া কিছুই হাসিল করতে পারেনি। স্কুলপড়ুয়া এক নাবালিকাকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার যে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। পরিবারের দাবি ১৪ বছরের এই নাবালিকাকে অতিসত্বর উদ্ধার করুক পুলিশ। পাশাপাশি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণেরও দাবি উঠেছে গ্রামবাসীর তরফে।

রাজ্যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করার দাবিতে সার্কিট হাউসের সামনে জেন-জি ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ। বৃহস্পতিবার। ছবি: নিজস্ব

## মোবাইলে আসক্তিতে কমেছে রাখির চাহিদা !

**স্যন্দন প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।।** পবিত্র রাখি পূর্ণিমাকে ঘিরে উৎসবের আমেজ রাজধানী আগরতলা শহরে। শহরের বিভিন্ন অলিগলি ও বাজারে ছোট, বড় ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা সাজিয়ে তুলেছেন রকমারি রাখির পসরা। নানা রঙ, ডিজাইন ও আকর্ষণীয় সাজে প্রায় দুই শতাধিক ধরনের রাখি নিয়ে ক্রেতাদের অপেক্ষায় রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তবে উৎসবকে কেন্দ্র করে বাজারে বৈচিত্র্য থাকলেও এবছর রাখির বিক্রি নিয়ে কিছুটা হতাশ ব্যবসায়ীদের একাংশ। তাদের দাবি, গত বছরের তুলনায় এবার রাখির চাহিদা ও বিক্রি অনেকটাই কমেছে। বিশেষ করে শিশু ও স্কুলপড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রাখি কেনার আগ্রহ আগের তুলনায় কমে গেছে। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, বর্তমান প্রজন্মের বড় একটি অংশ দিনের বেশিরভাগ সময় মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকায় রাখির মতো ঐতিহ্যবাহী উৎসবের প্রতি আগ্রহ কিছুটা কমছে। ফলে আগে যেখানে নিজের পছন্দের রাখি কিনতে শিশু-কিশোরদের দোকানে ভিড় দেখা যেত, এখন সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। বর্তমানে রাখি কেনার বিষয়টি অনেকাংশেই অভিভাবকদের ওপর নির্ভরশীল বলে দাবি তাদের। তবে রাখির দামে এবছর তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। ১০ টাকা, ২০ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামের মধ্যে সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে নানা ধরনের রাখি। ফলে দাম নয়, বরং চাহিদা কমে যাওয়াকেই বিক্রি কমার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে, তরুণ ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ বলছেন, বিক্রি একেবারে মন্দা নয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে বিকেলের দিকে বাজারে ক্রেতাদের ভিড় বাড়লে রাখির বিক্রিও বাড়তে পারে বলে আশাবাদী তারা। এদিকে ভাইয়ের জন্য রাখি কিনতে বাজারে আসা মহিলা ক্রেতাদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। তাদের কথায়, আধুনিকতার ছোঁয়া এলেও রাখি বন্ধনের ঐতিহ্য এখনও অটুট। প্রতি বছরের মতো এবারও ভাইয়ের মঙ্গল ও সুরক্ষার কামনায় রাখি কিনছেন তারা। বাজারে বিভিন্ন ধরনের রাখির পর্যাপ্ত বৈচিত্র্য এবং সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে দাম থাকায় খুশি ক্রেতারাও। সব মিলিয়ে, রাখি পূর্ণিমাকে ঘিরে আগরতলার বাজারে উৎসবের রঙ থাকলেও বিক্রি নিয়ে ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা তেমন পূরণ হয়নি।

## অল ত্রিপুরা হেলথ অ্যান্ড লাফিং অ্যাসো'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ৩০শে

**আগরতলা, ২৭ আগস্ট।।** আগামী ৩০ আগস্ট রবিবার বিকেল ৪ টায় অল ত্রিপুরা হেলথ অ্যান্ড লাফিং অ্যাসোর ২২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোমে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে এ বছরের জাতীয় যোগ দিবসে থিম 'সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ'। এরই অঙ্গ হিসাবে অ্যাসো'র ২৫টি সেন্টারের প্রবীণ সদস্য সদস্যাদের এক বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপনের আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এবং সভাপতিত্ব করবেন সংস্থার সভাপতি সুবোধ চন্দ্র দত্ত। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সম্পাদক ডাঃ ইন্দ্রজিৎ পাল, প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন যোগ বিশেষজ্ঞ যীশু চক্রবর্তী, বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে থাকবেন অ্যাসোর পৃষ্ঠপোষক বিশ্বজিত দেবনাথ। অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে সকল সেন্টারের সদস্য সদস্যাগণ সংগীত, নৃত্য এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক বিবৃতিতে অ্যাসোর সাধারণ সম্পাদক সুশীল কুমার দাস রাজ্যে অবস্থিত সব সেন্টার ক্লাবের সদস্য সদস্যাদের ও অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ওইদিন বিকেল ৪টায় নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে বিনম্র অনুরোধ জানিয়েছেন।

## পানিসাগরে বেহাল রাস্তা-ড্রেন নিয়ে বাম যুবাদের ডেপুটেশন

**স্যন্দন প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ আগস্ট।।** ধর্মনগর প্রতিনিধি, পানিসাগর ব্লক এলাকার দীর্ঘদিনের জরাজীর্ণ রাস্তাঘাট দ্রুত সংস্কার, নতুন ড্রেন নির্মাণ এবং কার্যকর জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবিতে পূর্ত দপ্তরের পানিসাগর মহকুমা আধিকারিক এর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে ডিওয়াইএফআই এর পানিসাগর মহকুমা কমিটি। পানিসাগর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম, বাজার ও জনবসতিপূর্ণ এলাকার বহু রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে নিত্যযাত্রী, পরীক্ষার্থী; রোগী ও শ্রমজীবী মানুষের যাতায়াতে চরম ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ জল জমে থাকার কারণে রাস্তার স্থায়িত্বও দ্রুত নষ্ট হচ্ছে। সামনেই শারদোৎসব, এই সময়ে এলাকায় দর্শনার্থী ও যানবাহনের ভিড় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। আসন্ন উৎসবের আগেই এলাকার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ভাঙাচোরা রাস্তা চিহ্নিত করে জরুরি ভিত্তিতে মেরামতের দাবিতে ৮ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। সংগঠনের মূল দাবিগুলি হলো দুর্গাপুজোর পূর্বেই ব্লকের সমস্ত ভাঙাচোরা, গর্তযুক্ত ও চলাচলের অনুপযোগী রাস্তা চিহ্নিত করে দ্রুত মেরামত করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলিতে শুধুমাত্র সাময়িক প্রলেপ না দিয়ে স্থায়ী সংস্কারের ব্যবস্থা নিতে হবে। কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা জনবসতি পূর্ণ এলাকা, বাজার, স্কুল-কলেজ ও জল জমে থাকা সংবেদনশীল স্থানগুলোতে স্থায়ী ড্রেন নির্মাণ করতে হবে। তাছাড়া প্রধান রাস্তার পুরোনো ড্রেন ও নালাগুলি পরিষ্কার ও গভীর করে নতুন সংযোগ ড্রেন তৈরি করতে হবে। রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রীর ব্যবহার বন্ধ করে নির্ধারিত মান বজায় রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের মাধ্যমে সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। স্মারকলিপিতে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর করতে এবং পূজোয় নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে পূর্ত দপ্তরকে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

## নেশা মুক্তির লক্ষ্যে ফুটবল ম্যাচ

**কৈলাসহল অফিস, ২৭ আগস্ট।।** সুস্থ যোগা, সুস্থ যোগা, সুস্থ ভারত এবং নেশামুক্ত ভারত গঠনের বার্তা ছড়িয়ে দিতে কৈলাসহরে আয়োজিত হলো প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। কৈলাসহর লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে এবং সম্পা জুয়েলারির সহযোগিতায় দেওড়াছড়া সিনথেটিক ফুটবল মাঠে এই ম্যাচের আয়োজন করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুখোমুখি হয়েছিল দেওড়া ইয়ুথ এবং বেলকুমবাড়ী হস্টেল একাদশ। মাঠজুড়ে তীব্র উত্তেজনার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই ম্যাচের প্রথমার্ধে দুই দলই একটি করে গোল করে। তবে প্রথমার্ধের বিরতির ঠিক কিছুক্ষণ আগে দেওড়া ইয়ুথ আরও একটি গোল করে ম্যাচে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে উভয় পক্ষই গোল করার আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও নতুন করে আর কোনো গোল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে দেওড়া ইউথ। এলাকার বিপুলসংখ্যক ফুটবলপ্রেমী দর্শক মাঠে উপস্থিত থেকে এই উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটি উপভোগ করেন। অনুষ্ঠান শেষে জয়ী দেওড়া ইয়ুথের হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এবং বেলকুমবাড়ী হস্টেল একাদশের হাতে রানার্স-আপ ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য বিশেষ খেতাব ও ট্রফি পান ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট।

বৃহস্পতিবার বিজেপির রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদকদের প্রথম বৈঠকে উপস্থিত সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। ছবি: নিজস্ব

## নাম পরিবর্তন

আমি, শ্রীমতি অরর্ণা দেবনাথ (Ararna Debnath), স্বামী- শ্রী হরিপদ দেবনাথ, ঠিকানা- নেতাজী রোড, থানা- ধর্মনগর, জেলা-উত্তর ত্রিপুরা। আমার নাম Ararna Debnath থেকে পরিবর্তন করে Aparna Debnath (অপর্ণা দেবনাথ) করেছি এবং ভবিষ্যতে Aparna Debnath নামেই পরিচিত হব। এই মর্মে ধর্মনগর আদালতের নোটারি পাবলিকের সম্মুখে Affidavit No. 7470, dated 10/07/2026 দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে। Ararna Debnath এবং Aparna Debnath একই ব্যক্তি।

# জাতগণনায় ওবিসি তথ্য নথিভুক্ত না করার অভিযোগে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব প্রদেশ কংগ্রেস

**স্যন্দন প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ আগস্ট।।** জনগণনা ও আগামী জাতগণনা প্রক্রিয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন তুলল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিবৃতিতে দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, জনগণনায় অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকলেও ওবিসি জনগোষ্ঠীর তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য পৃথক কোনো সরণি রাখা হয়নি। তার দাবি, এর ফলে দেশের ওবিসি জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা ও সামাজিক বাস্তবতার সঠিক প্রতিফলন নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। প্রদেশ কংগ্রেসের বক্তব্য, দেশব্যাপী চাপের মুখে কেন্দ্র জাতগণনা করার সিদ্ধান্ত নিলেও তার বাস্তবায়ন নিয়ে শুরু থেকেই সংশয় ছিল। সেই সংশয়ই এখন আরও স্পষ্ট হচ্ছে বলে দাবি করেছে দলটি। কংগ্রেসের প্রশ্ন, কম্পিউটারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহে যদি নির্দিষ্ট বিভাগ বা 'ড্রপ-ডাউন' ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির তথ্য নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়, তাহলে ওবিসি-র জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না কেন? একইসঙ্গে ২০২১ সালের জনগণনা না হওয়া নিয়েও কেন্দ্রকে নিশানা করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনা হওয়া নীতিগত নিয়ম হলেও ২০১১ সালের পর আর জনগণনা হয়নি। কোভিড পরিস্থিতিকে জনগণনা স্থগিত রাখার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখানো হলেও, সেই সময় দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড এবং নির্বাচন পরিচালিত হয়েছিল এই যুক্তি তুলে ধরে কেন্দ্রের সদিচ্ছা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। প্রেস বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়েছে, ২০১১ সালের আর্থ-সামাজিক সমীক্ষার সঙ্গে জাতের তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছিল। এমনকি ২০২১ সালে সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের দেওয়া হলফনামায় আগে থেকে তৈরি ড্রপ-ডাউন মেনু ব্যবহারের মাধ্যমে জাত সংক্রান্ত তথ্য আরও সঠিকভাবে সংগ্রহের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল বলে দাবি করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। তাহলে ২০২৭ সালের জাতগণনায় সেই ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না কেন, এই প্রশ্নই তুলেছে দলটি। জনগণনার প্রশ্নপত্র নিয়েও একাধিক প্রশ্ন সামনে এনেছে কংগ্রেস। তাদের দাবি, ২০১১ সালের জনগণনায় ২৯টি প্রশ্নের তুলনায় এবার অতিরিক্ত ১১টি প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে। জন্ম তারিখের পাশাপাশি পিতা-মাতার জন্মস্থান, আধার সংক্রান্ত তথ্য, কোভিড টিকার তথ্য এবং ধর্মের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তারা। এর পাশাপাশি এই তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে CAA, NRC এবং SIR-এর মতো প্রক্রিয়ার কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের কারণে জনগণের মধ্যে নাগরিকত্ব ও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, জনগণনা, জাতগণনা এবং রাজ্যে SIR প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগের ঊর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের সঠিক পরিচয় ও তথ্যের ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে সহজ, সরল ও নির্ভুল করারও দাবি জানিয়েছে দলটি। সবশেষে রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতি নাগরিক অধিকার রক্ষায় সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস।


UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

**UJJIVAN SMALL FINANCE BANK**

Registered Office: Grape Garden, No. 27 3rd 'A' Cross, 18th Main, 6th Block, Kormangala, Bengaluru-560095
Regional Office: Rishi Tech Park, 4th Floor, Premises no. 02-0360, Plot No. DH-6/2, Action Area 1D, New Town, P.O. Rajarhat, P.S. - New Town (Old Rajarhat), Kolkata – 700160.

**জনসাধারণ্যে নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

সিকিউরিটাইজেশন এণ্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এণ্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (সারফেসী আইন) ২০০২ উল্লেখিত পাঠ করুন রুল ৮ (৬) এবং ৯ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্স রুলস মোতাবেক উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের স্বীকৃত আধিকারিক নিম্নস্বাক্ষরকারী তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে আইনের ১৩(৪) অনুচ্ছেদ মোতাবেক সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। দেনাদার বিশেষকরে জনসাধারনকে জানানো যায় যে সেই সম্পত্তি **যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে** ভিত্তিতে নিম্নলিখিত তারিখে নিলাম বিক্রয় হবে :-

| ক্রম নং | লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | দেনাদার/ সহদেনাদার/ জামিনদার | ১৩-২ এর নোটিশ এবং অর্থাঙ্ক দাবি | দখলের তারিখ | বর্তমান বকেয়া | সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ | সংরক্ষিত মূল্য | ইএমডি জমা (টা) (১০%) | নিলামের তারিখ ও সময় | দরপত্র জমার শেষ তারিখ | এএমডি, পরিমান (ইএমডি জমা হবে ডিমাণ্ড ড্রাফট আকারে উজ্জীবন স্মল ফিনান্সের অনুকূলে) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35502202 80000001, 35502300 50000003 & 35502188 60000012 | ১. মেসার্স নীলা পেইন্টস এণ্ড হার্ডওয়্যারস মালিক - নিলয় চৌধুরী ২. নিলয় চৌধুরী পিতা-লাল মোহন চৌধুরী ৩. সীমা দেবনাথ চৌধুরী স্বামী-নিলয় চৌধুরী | 20-08-2022 Rs.1,42,36,941.03/- as on 10.08.2022 | 23-11-2022 | Rs.2,85,78,327.98/- | 17-09-2026 10:00 AM | Rs.80,40,000/- | Rs.8,04,000/- | 06-10-2026 10:00 AM | 05-10-2026 | ইএমডি জমা হবে ডিমাণ্ড ড্রাফট আকারে উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্কের অনুকূলে |
| | **সম্পত্তির বিবরণ/সিডুল ঃ** পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অন্তর্ভুক্ত সাব-রেজিষ্ট্রি-সদর, মৌজা-আনন্দনগর, তহশীল-শ্রীনগর, খতিয়ান নং-৩৩৭০, সাবেক সি এস প্লট নং-পিবি ১১৭১/পিবি৩২৪, ৩৩০৩(পি) আর এস প্লট নং-৫৮১৫/১০৪২৫, ভুমির পরিমান-০.০৩ একর, বনকুমারী, কামারপাড়া, ভুমির চৌহদ্দি : উত্তরে-সরকারী রাস্তা, দক্ষিণে - জীবন সরকার ও অন্যান্য, পূর্বে-হেলেন দাস, পশ্চিম -অনিল সাহা ও অন্যান্য, সম্পত্তি নিলয় চৌধুরী (আপনাদের মধ্যে নং-২) এর নামে। রেজিষ্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং-I-১৫৯৮ তারিখ - ০৭.০৯.২০০৯ | | | | | | | | | |

**শর্তাবলী ঃ-**

**নিলাম হবে 'যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে' ভিত্তিতে।**

১। স্বীকৃত আধিকারিকের জানা তথ অনুসারে সম্পত্তির কোনও অতিরিক্ত দায় নেই। যদিও দরদাতাগণ নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে নিলামে গৃহীত সম্পত্তির কোনও দাবি/অধিকার/বকেয়া ইত্যাদি আছে কিনা দেখে নেবেন। কারণ সেই সমস্ত বিষয়ে ব্যাঙ্কের কোনও দায় নেই। তার প্রভাব নিলামে আসবে না। এমন কোনও তৃতীয়পক্ষ দাবি/অধিকার/বকেয়া বিষয়ে ব্যাঙ্ক/ স্বীকৃত অফিসার দায়ী থাকবে না।

২। দরদাতাদের দরদানের পূর্বে সম্পত্তি ভালোভাবে পরিদর্শন করে দর দেওয়া প্রয়োজন। নিলাম কর্তৃপক্ষ সম্পত্তি পরিদর্শনে অনুমতি দেবেন।

৩। আগ্রহী দরদাতা দরদানের পূর্বে স্বীকৃত অফিসারের সঙ্গে দেখা করে দর জমা দেবেন।

৪। **ই-নিলাম হবে উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক স্বীকৃত ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক - M/s C1 India PVT LTD. Contact person - Mr. Prabhakaran (Mo. No. 74182-81709). আগ্রহী দরদাতাদের বলা যায় যে https://www.bankeauctions.com or https://www.ujjivansfb.in/e-auctions ওয়েবসাইট দেখার জন্য সম্পত্তির বিবরণ এবং অন্যান্য তথ্য জানার জন্য। দরদাতাকে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক-M/s C1 India PVT LTD, Helpline Number's-7291918824, 25, 26 নম্বরে ইমেইল আইডি- suport@bankeauctions.com নিতে বলা হয়েছে https://www.bankeauctions.com পোর্টাল থেকে।**

৫। উচ্চতম দরদাতা/অফারকে সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে অবশ্য উজ্জীবন স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর অনুমতিক্রমে। যদিও রেজিষ্ট্রিকৃত দরদাতাদের আবশিক ভাবে সেই দাবি থাকবে। স্বীকৃত আধিকারিকের নিলামের কোনো দর গ্রহণ অথবা বর্জন করার অধিকার সংরক্ষিত থাকে।

৬। বায়না ধন জমা (ইএমডি) জমাকৃত সফল দরদাতার ইএমডি দরের সঙ্গে সমঝোতা করা হবে এবং অসফল যারা তাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডির কোনো সুধদেওয়া হবে না। সফল দরদাতাকে ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাকি ৭৫ শতাংশ ১৫ দিনের মধ্যে জমা